বৃষ্টির কাছাকাছি যেতে চেয়েছিলাম!

তাপসকিরণ রায়.

ঝরা পাতার ঠিকানা রাখিনি
ছুটে যাওয়া সময়ের ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে দেখিনি
এ জন্মক্ষণে
শুকনো ডালে বসা কোকিল ভাঙা গলায় ডাক পারে
সে নষ্ট মেয়েটাকে দেখে আমিও তো হেসেছিলাম!

আমিও তো চৈত্রের খরায়
লুব্ধক নদীর দাগ নিয়ে
বৃষ্টির কাছাকাছি যেতে চেয়েছিলাম!
তখন ফোটেনি ফুল,
বসন্ত আসবে কি আসবে না
সজীবতা খুঁজে পেতে কত হয়রাণ হয়েছি
সেই এলেবেলে ছেলেটা,দিব্বি সন্ধিক্ষণে এসে পা রাখে

কালের অপেক্ষায় কেউ তো বসে নেই
দিক তোমার যাবার পথ বিছিয়ে রাখে না
আলো তোমার দ্রষ্টব্য কে ঘিরে তো রাখে না
তোমার ক্ষয়িত স্মৃতি,অস্পৃশ্য মাদকতা যা তুমি
ছুঁবে বলে বসে ছিলে প্রতীক্ষায়
ছুঁতে ছুঁতে সরে গেছে সময়ের দীর্ঘ রেখা
দিন বছর শতাব্দী তোমায় ধরে রাখেনি
জমাট মাটির বুক সরে গেছে একা ফেলে
জন্ম থেকে যে রেখা টানা আছে
শূন্য ফুলের ভাসানে
নব বর্ষ কত এলো গেলো
ক্রমশঃ পথ বিন্দুতে হারাতে এলো
ঠিকানা ফেলে যাবার থাকবে কি অবসর?

তাপসকিরণ রায়, কোলকাতা, ২২/০৮/২০১১